কে ডালিয়াকে ধর্ষন করেছিল?

হিফজুর রহমান

[মালাকরহীন কাননে নীলঞ্জনা ডালিয়া - ১৫]

[আগের সংখ্যাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

পেছন থেকে ডালিয়ার মা কয়েকবার ডাকেন দেবাশীষকে, 'বাবা, একটু শুনে যাও।'

কোন উত্তর করেনা দেবাশীষ। ডান হাতে ব্যাগ আর বাঁ হাতে পিঠের ওপর জ্যাকেটটা ঝুলিয়ে একেবারেই মন্থর গতিতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে ও। কোন দিকেই যেন ওর আর মন নেই। শরীর-মন ক্লান্ত খুবই। পা দুটোও যেন আর শরীরের বোঝা বইতে পারছেনা।

নিচে অপু ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওর চেহারায় আকস্মিত অতি ক্লান্তির ছাপ দেখে অপু একটু বিস্মিতই হয়। পাড়ার ছেলেরা ব্যাডমিন্টন খেলছে। ওরাও একবার দেখলো ওর দিকে। দেবাশীষ অপুর হাতে ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে কোন রকমে পেছনের সিটে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে চোখ দুটো বুঁজে ফেলে। শরীরটা ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে যেন। অপু গাড়ি স্টার্ট দেয়ার পর ক্লান্ত স্বরে বলে ও, 'অপু, গুলশানে ক্লাবে যাও।'

এবার অপু আরো অবাক হয়। কারণ, একমাত্র বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য কোনদিন অফিস থেকে চলে আসার পর দেবাশীষ আর ক্লাবে ফিরে যায়না। আগে যখন টেনিস খেলতো তখন অবশ্য টেনিস খেলে একেবারে শাওয়ার নিয়ে বাসায় ফিরতো ও। কখনো-সখনো একটু আধটু ড্রিঙ্কও নিতো খেলার পর।

খিলগাঁ থেকে বাড্ডা হয়ে আবারো গুলশানের দিকে চলতে শুরু করে ওরা।

এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে সেটা দেবাশীষ বেশ কিছুদিন থেকেই বুঝতে পারছিল। ডালিয়ার কথাবার্তায় সুস্পষ্ট আভাস পাচ্ছিল যে সে যে কোন সময়ই অর্পিতা অর্কদের ছেড়ে দেয়ার শর্ত দেবে। সরাসরি বলার উপায় ছিলনা তার, কারণ র্পিতাকে দেবাশীষ ডিভোর্স করবেনা এই শর্ত মেনে নিয়েই ডালিয়া তার সাথে সম্পর্কের যাত্রা শুরু করেছিল। নইলে দেবাশীষও এই সম্পর্ক নিয়ে এগোতনা একেবারেই। ডালিয়ার স্বামী হাফিজের কথা মনে হয় আবার ওর। হাফিজ বারবারই বলেছে, ডালিয়া বিদেশে যাবার জন্যে যা খুশী করতে পারে। আর ওর দিক থেকে বিদেশ যাবার কোন আশা না দেখেই হয়তো ডালিয়া নতুন করে আরেকরকম চাপ শুরু করে। ওর বোধহয় ধারনা হয়েছিল, দেবাশীষ এখন পুরোপুরিই তার হাতের মুঠোয়। সুতরাং সে যা বলবে তাই করবে দেবাশীষ। ওখানেই ভুল ছিল ডালিয়ার। দেবাশীষের নম্রতা দেখেছে, কিন্তু তার অঙ্গীকারের কাঠিন্য বুঝতে পারেনি একটুও।

ডালিয়ার সাথে অনেক ক'টা মাসের সম্পর্কের ইতি প্রায় ঘটেই গেল এতে আর কোন সন্দেহ নেই দেবাশীষের মনে। ওর মনে রবি ঠাকুরের গান বাজতে শুরু করেছে, "ওরা সুখের লাগি করে প্রেম প্রেম মেলেনা...."। যদি সুখই না মেলে তাহলে শুধু শুধু এই সম্পর্ক টেনে নিয়ে যাবার কোন মানেই হয়না। যদিও এই সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেরেছে দেবাশীষ তারপরও ওর মনের বীণার তারে কোথায় যেন বেদনার রাগিনী বাজতে শুরু করেছে। কারণ, ওর সবচাইতে বড়ো সমস্যা হলো ও যা করে আন্ত

রিকতার সাথে করে, সততার সাথে করে। কোন বস্তুগত স্বার্থ চিন্তা এর মধ্যে ও আসতে দেয়না। প্রকৃতপক্ষে কেবলই বস্তুগত স্বার্থ চিন্তা ওকে অসুস্থ করে ফেলে।

চেহারায় প্রচন্ড বেদনার ছাপ নিয়ে ক্লাবে ঢোকে দেবাশীষ। প্রথমেই হেনরি জিজ্ঞেস করে ওকে, 'এনি প্রবলেম, দেব? ইউ লুক আ লিটল ডিস্টার্বড?' হেনরি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। ক্লাবে ওর নিত্য উপস্থিতি।

'নো, হেনরি, নট অ্যাট অল।' ক্লান্ত স্বরেই বলে দেবাশীষ, 'জাস্ট আ লিটল টায়ার্ড। কেইম ফর আ ড্রিঙ্ক।'

'ওক্কে, এনজয় মাই ফ্রেন্ড।' টেনিস কোর্টের দিকে চলে যায় হেনরি।

ডালিয়া, ডালিয়ার সম্পর্ক ভোলার জন্যে অনেক চেষ্টাই করতে হলো দেবাশীষকে। তারপর আরো ক্লান্ত, আরো টলোমলো পায়ে হেঁটে এসে গাড়িতে নিজেকে ছেড়ে দিল কোনরকমে। ও জানে অপুর বিশ্বস্ত হাত ওকে পৌঁছে দেবে ঘরে।

সকালে অফিসে আসতে খুবই কষ্ট হয়েছে। আগের দিন ক্লাবে অত্যধিক মদ্যপানের ফল ভুগছে ও এখন। প্রচন্ড হ্যাংওভার কাহিল করে ফেলেছে। একবার ভেবেছিল অফিস করবেনা। পরে আবার মত বদলায়। কারণ, সারাদিনের জন্যে বাসায় পেলে অর্পিতার একগাদা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। তার চাইতে অফিস করা অনেক ভালো।

রুটিন মাফিক এক মগ ব্ল্যাক কফি আর আজকের পত্রিকা নিয়ে বসলো। ভাবলো, মাথা ধরাটা কমলে তারপর অফিসের কাজ ধরবে। এর মধ্যে কারো সাথেই কথা বলতে ইচ্ছে করছেনা। রিসেপশনিস্ট পপি ঢোকার সময়ে একটু কথা জমাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, ওকে কথা জমাবার কোন সুযোগ না দিয়েই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে পড়ে ও। নিজের রুমে ঢোকার আগে সবার সাথে কেবল হ্যালো, হাই করে পার হয়ে এসেছে। পিটার সাধারণতঃ সকালে ওর সাথে খুব একটা কথা বলেনা জরুরী কাজ না থাকলে। ওরও অভ্যাস হচ্ছে আগে নিজের ডেস্কের কাজ সেরে তারপর অন্য কিছুতে মনোযোগ দেয়া। তার মধ্যে দেবাশীষের সাথে কথা বলে আপ টু ডেট হওয়াও তার একটা কাজ। ওটা সাধারণতঃ লাঞ্চের পরেই হয়ে থাকে।

কফির মগে চুমুক দিতে দিতে পত্রিকার পাতায় দেখতে লাগলো, রাজনীতিবিদরা দেশটাকে আর কতোদূর উদ্ধার করলেন। এই একটা জিনিষ ওর মাথায় ঢোকেনা যে, এই রাজনীতিবিদদের মধ্যে ক'জনার মধ্যে দেশপ্রেম নামের বস্তুটা আছে। কেবল ক্ষমতায় যাওয়া আর দেশের সম্পদ লুঠ করা ছাড়া আর কোন চিন্তা তারা করেন কি না সন্দেহ। আর যাদের মধ্যে দেশপ্রেম আছে তারা হয়ে পড়েছেন ব্যাক বেঞ্চার। তাদের সামনে আসার পথ সব রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে। আমলারাও কম যান না এসব ব্যাপারে। গুলশান, বনানী, ধানমন্ডিতে রাজনীতিবিদদের চাইতে খুব কম আলিশান বাড়ি নেই আমলাদের। নিজের চাকুরীগত কারণেই এদেশের দূর্নীতি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে দেবাশীষের, সেই অভিজ্ঞতা যাতে আর কারো না হয়, এই কামনাই সব সময় করে দেবাশীষ।

কি হলো আজ দেবাশীষের! বড়ো বেশি দেশের কথা ভাবতে শুরু করেছে? নাকি সদ্য সৃষ্ট কষ্ট থেকে পালাবার জন্যে এই সব ধানাই পানাই ভাবছে ও। রাজনীতি আর দুর্নীতি নিয়ে ভেবে ও যে কিছুই করতে পারবেনা সেটা ও ভালো করেই জানে। এজন্যে অনেকটা পলায়নপর মনোভাব নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে ও। এতে কেউ ওকে সুবিধাবাদি বলে ভাবতে পারে, তাতে ওর কিছুই যায় আসেনা। কারণ, অন্য সব লোকের মতো ড্রয়িংরুম পলিটিক্স করতে চায় না ও। এটাও একটা ফ্যাশন। নিজেরা সেফ হোমে বসে থেকে পলিটিক্সের গল্প করবে এরকম লোকজনকে একেবারেই

পছন্দ করেনা দেবাশীষ। সে নিজেও ওরকম কোন আলোচনায় জড়িত হতে চায়না। তারপরও মনের মধ্যে এসব কথা এসেই পড়ে।

সেল ফোনটা বেজে ওঠে। অপরিচিত নম্বর, তবুও ধরে ও, 'ইয়েস?'

ডালিয়ার বাবা তাহের সাহেব লাইনে। হড়বড় করে বলতে থাকেন, 'বাবা, ডালিয়াতো কাল রাতেই চলে গেছে ওর স্বামীর বাসায়। দ্যাখোতো কি সর্বনাশ হয়ে গেল?'

একটুক্ষনের জন্যে থমকে রইলো দেবাশীষ। বুকের ভেতরটায় কেমন যেন করে উঠলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে প্রায় নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো, 'ও ওর স্বামীর ঘরে চলে গেছে, তাতে আমরা কি করবো?'

একটু ধরা গলায় বললেন তাহের সাবে, 'বাবা, এভাবে বললে কি করে হবে। আমরাতো জানি মেয়েটা ওর সংসারে কোনদিনই সুখ পায়নি। এবার তো ওর অবস্থা আরো খারাপ হবে.....'

'তারপরও যাবার সিদ্ধান্তটাতো ওরই, ' অনেক কষ্টে হলেও নিরাসক্ত ভাবটা ধরে রাখলো কণ্ঠে দেবাশীষ, 'ও তো নাবালিকা নয়, অনেক বয়েস হয়েছে, অশিক্ষিতও নয়। সুতরাং ওর সিদ্ধান্তের ওপর আমরা কোন কথা বলার কে?'

'তুমি আজ একটু আমাদের বাসায় আসবে বাবা?' অনুনয়ের স্বরে বলেন তাহের সাহেব।

'আমি চাচ্ছিনা।' একটু কঠোর হলো দেবাশীষ, কারণ এই সম্পর্ক টেনে নেয়ার কোন মানেই হয়না। তাছাড়া ডালিয়া যখন ওর স্বামীর ঘরে চলেই গেছে, এটা নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করার কোন মানেও হয়না। তারপরও বলে ও, 'দেখি সময় হলে চেষ্টা করবো আসতে।'

'এসো বাবা, প্লিজ!'

এবার পুরোপুরিই ডালিয়াতে ডুবে গেল দেবাশীষ। অ্যাতো কিছুর পর ও তার স্বামীর ঘরে ফিরে গেল কি করে? হাফিজ ওদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ভালো করেই জানে। তারপরও ও ডালিয়াকে মেনে নেবে কি করে? আগে যেটুকুও সম্মাণ ছিল ডালিয়ার সেটুকুও কি ও আর ওর স্বামীর কাছে পাবে? নাকি এর মধ্যেই ওদের বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল? কেবল দেবাশীষের সামনে একটা ধোঁকার টাটি খাড়া রেখেছিল! হতে পারে। নইলে দেবাশীষ এবার দেশের বাইরে থাকাকালে ও তার স্বামীর ঘরে গিয়ে কয়েকদিন থেকে এলো কি করে? এও কি সম্ভব? ডালিয়ার চরিত্র বোঝা বড়োই মুশকিল দেবাশীষের জন্যে। নাকি সেই কথাটাই সত্য, "স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা ন জানন্তি, কুতোঃ মনুষ্যা"। তবে ডালিয়ার যাই হোক না কেন, এই ধকল দেবাশীষ কতোদিনে সামলাতে পারবে কে জানে? কারণ, ও তো কোন হিসেব করে ওই সম্পর্ক করেনি। শুধু একটাই আশা ছিল, যে সুখ পায়নি ও সেই সুখটাই হয়তো পাবে ও ডালিয়ার মধ্যে। কিন্তু, ডালিয়ার মধ্যে যে অ্যাতো হিসাব ছিল সেটা ও বুঝবে কি করে? না কি সবটাই ভুল?

আবার কাজের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করলো দেবাশীষ। কিন্তু সেলফোনটা বেজে উঠলো আবার। এবার ডালিয়ার বোন মনি। ওর ফোন নম্বরটা প্রায় মুখস্ত হয়ে গেছে দেবাশীষের।

'হ্যাঁ, মনি,' দেবাশীষ সাড়া দেয়।

'ভাইয়া ধরে ফেলেছেন যে আমি করেছি ফোন?' মনির কণ্ঠে স্পষ্ট আন্তরিকতা। ও বললো, 'ভাইয়া জানিনা কিভাবে নেবেন আমার কথা। কিন্তু, আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'বলে ফেলেন, কোন অসুবিধে নেই।'

'আমার বোনকে আমি ভালোই চিনি,' বলে মনি, 'ওর সম্পর্ক নিয়ে আমি কোন কথা বলতে চাইনা। তবে একটা কথা বলতে চাই, আমি, বাবা, মা সবাই আপনাকে খুব পছন্দ করি। আমি চাইবো আমাদের সাথে আপনার সম্পর্কটা যাতে কোন না কোন উপায়ে বজায় থাকে। মা কাল রাত থেকে কেবলই কাঁদছে। আপনি আমাদের বাসায় এলে মা একটু স্বস্তি পেতেন।'

'কি লাভ মনি,' দেবাশীষ একটু গাঢ় স্বরে বলে, 'এই সম্পর্কটাকে আর টানা হ্যাঁচড়া করে। যাকে দিয়ে সম্পর্ক, সেটাইতো রইলোনা। এতে কারোই কষ্ট কমবেনা বরং বাড়বে।'

'না ভাইয়া,' প্রতিবাদ জানায় মনি, 'আমাদেরতো আপনার সাথে কোন স্বার্থ নাই। মা আপনাকে ছেলের মতো স্নেহ করেন। আর আমি ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করি। এইটুকুতো থাকতে পারে! আজকে একটু আসবেন, ভাইয়া?'

'দেখি,' একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে দেবাশীষ।

'আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝি ভাইয়া,' বলে মনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। তারপর বলে, 'আচ্ছা ভাইয়া এখন রাখি, আপনার কাজের ডিস্টার্ব হচ্ছে।'

'ফোন করার জন্যে ধন্যবাদ মনি, পরে আবার কথা হবে।'

আজ আর কোন কাজ করতে পারবে বলে মনে হয়না দেবাশীষের। ঘরে থাকলেই বরং ভালো ছিল। তারপরও কাজের মধ্যে ডুব দেয়ার চেষ্টা করে ও। এর মধ্যে সামিয়া একবার এসে ঘুরে গেছে। তাহের ভাইও একবার। কিন্তু, ওর মুডের অবস্থা বুঝে আর বেশি ঘাঁটায়নি। তাহের ভাইয়ের বোধহয় জরুরী দাপ্তরিক কাজই ছিল। তবুও ওকে আর বিরক্ত করেনি। লাঞ্চের আগে বিনয় দা এসেছিল, ওদের স্টাফ ক্লার্ক। ওর ট্রাভেল অ্যাকুইটালটার কথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে। এটাই বিনয় দা'র স্বভাব। কেউ কোন ফিল্ড ট্রিপ বা বিদেশ থেকে ঘুরে আসার পর থেকেই প্রতিদিন এই কথা মনে করিয়ে দিতে থাকবে, যতোক্ষন না অ্যাকুইটালটা পাবে। আসলে ওটা বিনয় দা'র একটা বড়ো ঝামেলা। তাই ওরকম করাই তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। দেবাশীষ দু'একদিনের মধ্যে অ্যাকুইটালটা দিয়ে দেবে বলে ভাগিয়ে দিয়েছে তাকে। শুধু প্লেনের টিকিটটা ধরিয়ে দিয়েছে, নইলে ও নিজেই হারিয়ে ফেলবে।

বিকেলে অফিস ছুটির পর সোজা ক্লাবে চলে এলা দেবাশীষ এক অমোঘ আকর্ষণে। ডালিয়াকে ভুলতে হবে। আর ভুলতে হলে আপাততঃ ক্লাবের বার কাউন্টারটাই ভরসা। একটু পর পিটারও এসে হাজির। ও জানতে চাইলো, অসময়ে বারে কেন দেবাশীষ? কোনরকমে পিটারের প্রশ্নকে পাশ কাটালো। পিটারও খুব বেশি ঘাঁটালোনা ওকে। টেনিস খেলার জন্যে কাপড় বদলানোর জন্যে চেঞ্জ রুমে চলে গেল। যাবার আগে দেবাশীষকে একবার ভদ্রতাবশতঃ জিজ্ঞেস করে গেল, ও টেনিস খেলবে কি না। দেবাশীষের না সূচক উত্তর শুনে ও চলে গেল, কাউন্টারে ওকে একা রেখে। এই সময়ে খুব একটা লোকজন থাকেনা ক্লাবে। সবাই অফিস থেকে বাসায় গিয়ে আবার আসে সন্ধ্যের দিকে। বিদেশীদের জন্যে অবশ্য ঢাকায় এই ক্লাবগুলোই ভরসা। কারণ সোশ্যালাইজ করার জন্যে আর কোন জায়গা নেই ওদের জন্যে। তারপরও উইকএন্ড ছাড়া ক্লাবে তেমন ভিড় হয়না। সুতরাং এখন বারটেন্ডার আলম আর ও ছাড়া আর কেউ নেই বারে। বাকিরা চলে গেছে টেনিস কোর্টে বল বয়ের দায়িত্ব পালন করার জন্যে।

আজকে একটু হালকা ড্রিঙ্ক-এর মধ্যেই থাকবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেবাশীষ। গিনেস বিয়ারই নিল ও। সাধারণতঃ নেয় অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া বিটার। কিন্তু, গতকাল চলে গিয়েছিল লিকারে। তাই অবস্থা খারাপ হয়েছে বেশি। আসলে এখন বিয়ার নিয়ে একা হতে চায় ও। ড্রিঙ্ক করে এযুগের দেবদাস

হবার কোন ইচ্ছে নেই ওর। তবে এটা সত্য যে, ডালিয়াকে ভোলা ওর জন্যে কঠিনই হবে, যতোই নিজের মনে ওর জন্যে ঘৃনা তৈরী করার চেষ্টা করুকনা কেন।

কয়েকটা বিয়ার নেয়ার পরই আলম বলে, 'স্যার কালকাও বেশি খাইয়া ফালাইছিলেন। আজকা আর বেশি খাইয়েননা।' আলমদের উদ্বিগ্ন হবারই কথা। কারণ ওর এই রূপের সাথে ওদের পরিচয় নেই।

দেবাশীষ বলে, 'কেন আলম ভাই নিষেধ করছেন কেন? আমার ক্ষতি হলে আপনাদের কি?'

'স্যার, আমরা গরীব কর্মচারী, কিন্তু আপনারে আমরা খুব ভালবাসি। আপনার মতো স্যার আমরা আগে পাই নাই। তাই আপনার কোন ক্ষতি হইলে আমাগোরই বেশি খারাপ লাগবো।'

'থ্যাংক ইউ, আলম ভাই।' ওর কথা দেবাশীষের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। কিন্তু, আজ ওর জন্যে নিয়ন্ত্রণ রাখাটা বোধহয় কঠিনই হবে, তাতে আলম যতোই মনে কষ্ট পাকনা কেন?

গিনেসে ডুবেই গিয়েছিল প্রায় দেবাশীষ। অবশ্য এরই মধ্যে গাড়িটা ক্লাবের গেটে আনিয়ে নিয়েছিল ও। এসময় আবার সেলফোনটা বেজে উঠলো। নম্বর দেখেই চমকে উঠলো ও, ডালিয়ার অফিসের নম্বর। প্রথম চিন্তাটাই এলো আবার ফোন কেন?

ধরবোনা ধরবোনা করেও ফোনটা ধরেই ফেললো ও, 'ইয়েস?'

'দেব,' ডালিয়াই কথা বলছে, 'ফোনটা রেখোনা প্লিজ। আমি একটু কথা বলতে চাই।'

'আবার কি কথা?' একটু জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করলো দেবাশীষ।

'আমি তোমাকে মিস করছি দেব....'

মাঝপথেই বাধা দিল দেবাশীষ, 'আর নাটক কোরোনা, প্লিজ। যথেষ্ঠ হয়েছে।'

ডালিয়া বলে, 'একটু আমার কথা শোনো দেব।' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো ডালিয়া। 'আমি ভুল করেছি হাফিজের কাছে যেয়ে। হি লিটারেলি রেপড মি লাস্ট নাইট, দেব বিশ্বাস করো। আমি চাইনি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে....'

ফোনের সুইচটা অফ করে দেয় দেবাশীষ। ওর রুচির বাইরে চলে যাচ্ছে ডালিয়ার কথা। হাঃ ওর স্বামী ওকে রেপ করেছে আর সেই কথা শোনাচ্ছে আমাকে, এক পরপুরুষকে। মেয়েলোকটার রুচির কথা ভাবতেও ঘেন্না হয়।

আবার ফোনটা বেজে ওঠে, ডালিয়ারই ফোন। ফোনটা অন করেই চাপা স্বরে বলে দেবাশীষ, 'ডোন্ট এভার ডেয়ার টু কল মি এগেইন ইউ.....' চলবে

হিফজুর রহমান, ঢাকা, বাংলাদেশ